পরিশিষ্ট—১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রতিবেদন।	.....	.....১৯৭১।

১. মুক্তিকামী বাঙালীর প্রেরণার উৎস স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

—আতিকুর রহমান

ইথারে ভেসে আসা শব্দ যে বুলেটের চেয়েও প্রচণ্ডতম শক্তি নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে তার প্রমাণ হচ্ছে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে টিক্কা-নিয়াজী-ফরমান আলীর বীর পশুরা সেদিন বুলেট-বেয়োনেট দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হাতিয়ারের চেয়ে শক্তিশালী আঘাত হেনেছে নরপশুদের বিরুদ্ধে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী বাহিনী মরণ ছোবল হেনেছিল। শহর-বন্দর-গ্রামকে রক্তে রঞ্জিত করেছিল। সেই আঘাতে হতচকিত বাংলার মানুষ পরদিন ২৬শে মার্চ বেতারে শ্রুত একটি বাণীতে খুঁজে পেয়েছিলেন আপার বাণী। সে বাণী ছিল স্বাধীনতার, হানাদারদের কবল থেকে মুক্তির। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে এই বেতার বাঙ্গালীদের যুগিয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা, দেশকে মুক্ত করার প্রেরণা।

বিপ্লবী বীর সূর্যসেনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল চট্টলার বুক থেকেই সেদিন বেতারে ঘোষিত হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা। আর কালুরঘাটস্থ পাকিস্তানী বেতারের ট্রান্সমিশন কেন্দ্র থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছানো হয়েছিল স্বাধীনতার সে বাণী। ২৬শে মার্চ জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

২৫শে মার্চ রাতে হানাদার হায়েনার দল হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর ২৬শে মার্চ সকাল থেকে চট্টগ্রাম বেতারের সকল কর্মচারী কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ব্রডকাস্টিং হাউসে যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখেছিলেন যাতে হানাদার বাহিনী প্রয়োজনবশত অবিলম্বে বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার শুরু করতে না পারে। ঢাকা বেতারও সেদিন নীরব ছিল।

চট্টগ্রামের কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' চালু করেছিলেন তাঁরা সকল প্রকার ঝুঁকি নিয়ে।

২৬শে মার্চ দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য একবার চট্টগ্রাম বেতার থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হানাদার বাহিনীকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান প্রচারিত হয়েছিল।

সংগঠিতভাবে না হলেও সেদিনই সন্ধ্যায় আরেকদল কর্মী 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বলে পরিচয় দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন। ২৭শে মার্চ এই কেন্দ্র থেকে মেজর (বর্তমান লেঃ কর্নেল) জিয়াউর রহমান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

এই কেন্দ্র থেকেই ২৮শে মার্চ মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঢাকায় টিক্কা খানকে হত্যা করেছে বলে প্রচার করা হয়। সত্য না হলেও জনগণের হৃদয়ে আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য বেতার কর্মীরা সুপরিকল্পিতভাবে এ কাজ সেদিন করেছিলেন।

দুই ভাগে বিচ্ছিন্নভাবে এজন্য প্রচেষ্টা চলেছিল। প্রথম দিনে দুপুরে সামান্যক্ষণ অনুষ্ঠান প্রচারকালে গণ-পরিষদ সদস্য জনাব এম, এ, হান্নান হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। আর এই অনুষ্ঠান প্রচারে সহযোগিতা করেছে চট্টগ্রাম বেতারের ইঞ্জিনিয়ার মীর্জা নাসির, জনাব আবদুস সোবহান, চট্টগ্রাম কাস্টম বিভাগের জনাব আবদুল হালিম, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জনাব এম, এ, মাসেম প্রমুখ।

সেদিন সন্ধ্যায় দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রচারের সাথে জড়িত বেতার কর্মিগণ ৩০শে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে এই প্রচার চালু রেখেছিলেন। সেসব বেতার কর্মীর অনেকেই শেষ পর্যন্ত মুজিবনগর থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছেন।

আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকার ডাঃ সৈয়দ আনোয়ার আলীর বাসভবনে জমায়েত হয়েছিলেন দেশপ্রেমিক কয়েকজন ব্যক্তি। নেপথ্যে শুরু হয়েছিল অপর প্রচেষ্টা। ওয়াপদার ইঞ্জিনিয়ার জনাব আসিকুল ইসলামের গাড়ীতে (চট্টগ্রাম ট-৯৬১৫) সেদিন ডাঃ আনোয়ার আলী, জনাব ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ চন্দ্র দাস, চট্টগ্রাম বেতারের ঘোষিকা কাজী হোসনে আরা সবাই ছুটে গিয়েছিলেন আগ্রাবাদস্থ ব্রডকাস্টিং হাউসে। আরেকদিক থেকে চট্টগ্রাম বেতারের কর্মী জনাব বেলাল মোহাম্মদ, জনাব আবুল কাসেম সন্দীপ, জনাব মাহবুব হাসান একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রডকাস্টিং হাউসে পৌঁছেন। সমবেত প্রচেষ্টার ফল ফলে সেদিন সন্ধ্যায়।

সেই কর্মীদের দল আবার একত্রে কালুরঘাট পৌঁছেন। খবর পেয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন টেকনিশিয়ান ও প্রোগ্রাম প্রডিউসার কয়েকজন।

রাত সাড়ে সাতটার দিকে ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের একটি কক্ষকে স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করে জনাব আবুল কাসেম সন্দীপের কণ্ঠে ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মুক্তির নবতম হাতিয়ারের ব্যবহার।

প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা করে টেলিগ্রামের বাংলা ও ইংরেজী তর্জমা প্রচার করা হয়েছিল। ইংরেজী থেকে তর্জমা করেছিলেন ডঃ মঞ্জুলা আনোয়ার। ইংরেজীতে ঘোষণাটি পড়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জনাব আশিকুল ইসলাম। এই ঘোষণায় বাঙালী জাতি উদ্বুদ্ধ হয়নি শুধু—বাঙালী জাতি যে স্বাধীন হবেই সে আশায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

আধ ঘণ্টার মত প্রচারকালে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হান্নান ও বয়োবৃদ্ধ কবি আবদুস সালাম কবিতা পাঠ করেছেন। সেদিনের ঘোষণায় কণ্ঠ দিয়েছেন কাজী হোসনে আরা।

৩০শে মার্চ পর্যন্ত বেতার কর্মীরা অনিয়মিত হলেও অনুষ্ঠান প্রচার করেছেন। ৩০শে মার্চ হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে প্রথম বিমান হামলা চালায়। আর তা ছিল কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে। স্যাবর বিমান থেকে রকেট নিক্ষেপ করে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল ইথারের ভাষা।

পরে বেতার কর্মীরা স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ধীরে ধীরে তখন মুজিবনগরে গড়ে উঠছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের পথ ধরেই। সেদিনের অনেক কর্মী পরে সেখানে যোগ দেন।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেণ্টের প্রায় পঞ্চাশজন যোদ্ধা বেতার কেন্দ্র রক্ষার দায়িত্বে থেকে সেই কয়দিন অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন অনুষ্ঠান চালু রাখার।

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে তখনকার অনুষ্ঠান প্রচারে জড়িত ছিলেন এ ছাড়াও প্রোগ্রাম প্রডিউসার জনাব আবদুল্লা-আল-ফারুক ও জনাব মোস্তফা আনোয়ার, বেতার ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আহমদ শাকের, টেকনিক্যাল এসিসট্যাণ্ট জনাব রশিদুল হাসান ও জনাব আমিনুর রহমান, টেকনিক্যাল অপারেটর জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী, জনাব শরফুজ্জমান ও কাজী হাবিবউদ্দিন আহমদ।

সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন শিল্পপতি জনাব এ, কে, খানের দুই ভাইপো সেকান্দর ও হারুন।

অন্যান্য ভূমিকা পালন করেছেন মেকানিক শফুর। প্রথমে ড্রাইভার হিসেবে চাকুরী নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে অভিজ্ঞতার জন্য মেকানিক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। শত অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তার অদম্য প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় একদিন অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

—দৈনিক 'পূর্বদেশ', ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২